দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 05 MAR 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 6

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও ... ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

69

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা অনিশ্চিত

॥ মোহাম্মদ শাহজাহান ॥

গত চার দশক ধরিয়া বিভিন্ন সরকারের নিয়োজিত শিক্ষা কমিশন কমিটি সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালুর সুপারিশ, প্রস্তাব প্রণয়ন ও পেশ করা সত্ত্বেও উহা বাস্তবায়নের কাজ অনিশ্চিত অবস্থায় রহিয়াছে। শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিলে যে চিত্র ফুটিয়া উঠে, তাহাতে আগামী দুই হাজার সালের পূর্বে এই কার্যক্রম বাস্তবে রূপ লাভ করার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

১৯৪৯ সালে মওলানা আকরম খাঁর নেতৃত্বে গঠিত শিক্ষা সংস্কার কমিশনের রিপোর্টে অবিলম্বে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক, সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হইয়াছিল। সেই সময় হইতে এই পর্যন্ত গঠিত দশটি শিক্ষা কমি-

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

(১ম পৃঃ পর)

শন ও কমিটির প্রায় প্রত্যেকটি একই রকম সুপারিশ করিয়াছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হইতে প্রতিটি সরকারই প্রাথমিক শিক্ষাকে সাবজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার অপরিহার্যতার কথা উল্লেখ করিয়া উদ্যোগ নেওয়ার কথাও ঘোষণা করেন।

১৯৭৪ সালে পেশকৃত বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে (ডঃ কুদরাত-ই-খুদার নেতৃত্বাধীন) প্রথম শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষারূপে সার্বজনীন করার সুপারিশ করা হইয়াছিল। ইহাতে ১৯৮০ সালের মধ্যে প্রথম হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা এবং ১৯৮৩ সালের মধ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু ডঃ কুদরাত-ই-খুদা কমিশনের সেই সকল সুপারিশ বস্তাবন্দী হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

১৯৭৮ সালে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফর আহমদের নেতৃত্বাধীন (মধ্যখানে কাজী জাফরের পদত্যাগের পরে শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রী আবদুল বাতেনের নেতৃত্বাধীন) জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের রিপোর্টে ১৯৭৯ সাল হইতে পর্যায়ক্রমে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক, সার্বজনীন ও অবৈতনিক করার সুপারিশ করা হইয়াছিল। সুপারিশগুলি ছিল: দেশের তৎকালীন ৪৩ সহস্রাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অতিরিক্ত ৩০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৯৭৯ সনের শুরুতে চালু করা, নুতন স্কুলগুলিকে বিভিন্ন সুবিধাজনক এলাকায় স্থাপন, প্রথম বছরে কেবল প্রথম শ্রেণী খোলা এবং প্রতি বছরে পর্যায়ক্রমে একটি করিয়া পরবর্তী শ্রেণী সংযোজন। এইভাবে ১৯৮৩ সালের মধ্যে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সংযোজন। শুরুতে এককক্ষবিশিষ্ট বিদ্যালয়গুলি স্থানীয় জনসাধারণের চাঁদায় ও সক্রিয় সহযোগিতায় সরকারী অর্থসাহায্য ব্যতিরেকে স্থাপন এবং প্রতি বছর একটি করিয়া কক্ষ একইভাবে বাড়াইয়া নেওয়া, সরকার প্রথম বছরে স্থানীয় একটি স্কুলগামী (সপ্তম/অষ্টম শ্রেণীর) ছাত্রকে শিক্ষক হিসাবে ১শত টাকা হারে ভাতা প্রদান করিবে; আর প্রতি বছরই এইভাবে একজন করিয়া শিক্ষক বাড়িয়া যাইবে এবং শেষে পূর্ণাঙ্গ বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি; আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় সেই সুপারিশও ফাইলচাপা পড়িয়াছে।

১৯৮৭ সালের এপ্রিল মাসে প্রফেসর ডঃ মফিজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট গত বছর ফেব্রুয়ারীর শেষ নাগাদ সরকারের নিকট পেশ করা হয়। এই রিপোর্টে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষা (প্রথম হইতে পঞ্চম শ্রেণী) ১৯৯৫ সাল নাগাদ পর্যায়ক্রমে অবৈতনিক, সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয়। পদ্ধতি হিসাবে বলা হয়: ১৯৯১ সালে বাধ্যতামূলক প্রথম শ্রেণী, ১৯৯২ সালে বাধ্যতামূলক দ্বিতীয় শ্রেণী, ১৯৯৩ সালে বাধ্যতামূলক তৃতীয় শ্রেণী, ১৯৯৪ সালে বাধ্যতামূলক চতুর্থ শ্রেণী ও ১৯৯৫ সালে বাধ্যতামূলক পঞ্চম শ্রেণী প্রবর্তন। রিপোর্টে 'প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ' প্রসঙ্গে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা হইল—স্থানীয় সরকারের সহযোগিতায় জাতীয় সরকার সারাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু, প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, এইজন্য কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের যৌথ আর্থিক ব্যবস্থাপনা, সম্ভব হইলে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য দুপুরে টিফিনের ব্যবস্থা, যে সকল পরিবার দারিদ্র্য-সীমার নীচে আছে, তাহাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করা, প্রত্যন্ত অঞ্চলে ফিডার প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, প্রয়োজনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিফট পদ্ধতি প্রচলন, প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে ছুটিসমূহ এমনভাবে বিন্যাস করিতে হইবে যাহাতে কাজের মওসুমে শিক্ষার্থীরা ক্ষেতে-খামারে কাজ করিতে পারে ইত্যাদি।